দৈনিক ইত্তেফাক
05 SEP 2008

পঙ্গু হাসপাতালে ফিজিওথেরাপি কোর্সের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্মচারীদের সংঘর্ষ

আহত ৪২ ● গ্রেফতার ১৫ ● অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ■

গতকাল বৃহস্পতিবার পঙ্গু হাসপাতালে ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের হামলা-পাল্টা হামলায় ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুর হয়েছে। সংঘর্ষে ফিজিওথেরাপি কোর্সের ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং অর্থোপেডিক এমএস কোর্সের দুইজন ছাত্র আহত হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানান।

এই ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ফিজিওথেরাপি কোর্সের ক্লাস বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। হাসপাতাল এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে। গত কয়েক মাস ধরেই ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা ৪ দফা দাবি বাস্তবায়ন করা নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে। তাদের প্রধান দাবি পঙ্গু হাসপাতাল চত্বরে কলেজ অব ফিজিওথেরাপি ভবন নির্মাণ। এই নিয়ে গত কয়েক দিন পঙ্গু হাসপাতাল পরিচালকের সঙ্গে ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের চলছে (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পঙ্গু হাসপাতালে

(প্রথম পৃঃ পর)

দেন-দরবার এবং ঘেরাও কর্মসূচি। গত বুধবার পঙ্গু হাসপাতাল পরিচালককে ৫ ঘন্টা ফিজিওথেরাপির ছাত্র-ছাত্রীরা ঘেরাও করে রাখে।

পরে পরিচালক কলেজ অব ফিজিওথেরাপি ভবন হাসপাতাল চত্বরে নির্মাণ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলে তারা ঘেরাও তুলে নেয়।

গতকাল সকাল ১০টায় ফিজিওথেরাপি ছাত্র-ছাত্রীরা পরিচালকের পূর্বের আশ্বাস অনুযায়ী পঙ্গু হাসপাতালে যায়। তবে বুধবারের ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ছিল ভিন্ন আয়োজন বলে ফিজিওথেরাপি কোর্সের শিক্ষার্থীদের অভিযোগে জানা যায়। হাসপাতালের তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারিরা বহিরাগত লোক নিয়ে এবং এমএস কোর্সের এক শ্রেণীর ছাত্র ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্রদের ওপর হামলার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখে বলে আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা জানায়। সকাল ১০টায় হাসপাতাল পরিচালক অধ্যাপক ডা. এ কে এম ইসহাকের সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের সভার কার্যক্রম শুরু হয়। ঐ সময় ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালকের অফিস কক্ষের বাইরে গিয়ে অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিচালকের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এর পর পরই চিকিৎসক, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিরা হাসপাতালের সকল গেট তালা বন্ধ করে ফিজিও থেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। শুরু হয় উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এই ঘটনার সময় হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা বন্ধ হয়ে যায়। রোগী ও অভিভাবকরা আত্মরক্ষার জন্য এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। ফিজিওথেরাপি ছাত্র-ছাত্রীরা পাল্টা হামলা চালায়। দুই ঘন্টাব্যাপী হাসপাতাল অভ্যন্তরে ভাংচুর ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। বহিরাগত মাস্তানরা ফিজিওথেরাপি ছাত্র-ছাত্রীদের পুলিশের সামনে মারধর করে বলে জানা গেছে। অতিরিক্ত পুলিশ ও র‍্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পুলিশ ১৫ জন ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীকে আটক করে তেজগাঁও থানায় নিয়ে যায়।

ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করে যে, হামলায় তাদের ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, হামলায় এম এস কোর্সের দুইজন চিকিৎসকসহ বেশ কয়েকজন কর্মচারী আহত হয়েছে। আহত দুই চিকিৎসক হলেন: ডা. সাইফুল ও ডাঃ ফরিদ। ফিজিওথেরাপি কোর্সের আহতদের মধ্যে ২৩ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পঙ্গু হাসপাতাল চত্বরে কলেজ অব ফিজিওথেরাপির জন্য ১১ তলা ভবন নির্মাণ করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেখানে রাজউক থেকে নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। হাসপাতালের প্রাক্তন পরিচালক এখানে কলেজ অব ফিজিওথেরাপি করার জন্য অনুমোদন দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করার মুহূর্তে বর্তমান [illegible] পরিচালক ও একশ্রেণীর চিকিৎসক কলেজ ভবন নির্মাণ করতে দিবেন না এবং বাধা প্রদান করে আসছেন। এই বিষয় নিয়ে হাসপাতাল পরিচালকের সঙ্গে ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকদিন যাবৎ বাদ প্রতিবাদ চলে আসছিল। ১৯৭৩ সাল থেকে পঙ্গু হাসপাতালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি কোর্স চালু হয়। কোর্সটি বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৯৩ সাল থেকে উক্ত কোর্সটি পুনরায় শুরু হয়। কোর্সটি পঙ্গু হাসপাতালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ কারণে কলেজ ভবন ঐ হাসপাতালের ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত নেয়। গতকালের ঐ হামলার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই দায়ী বলে ফিজিওথেরাপি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন, পঙ্গু হাসপাতালে রোগীদের মাত্রাতিরিক্ত চাপ। রোগীদের জন্য হাসপাতাল আরো সম্প্রসারণ করা জরুরি প্রয়োজন। চিকিৎসা ব্যবস্থা সংকুলান করার জায়গা নেই। সেখানে কলেজ ভবন প্রতিষ্ঠা করা হলে চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এ কারণে হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাইরে কলেজ ভবন নির্মাণ করার জন্য কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। গতকাল একাডেমিক কাউন্সিল সভা চলাকালে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিজিওথেরাপির কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা হামলা চালায় এবং ব্যাপক ভাংচুর করেছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান।

উক্ত হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় হাসপাতাল পরিচালক তেজগাঁও থানায় আটক ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে।

নিন্দা জ্ঞাপন: সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফখরুদ্দিন কবির ও সাধারণ সম্পাদক জনার্দন দত্ত নান্টু গতকাল এক বিবৃতিতে পঙ্গু হাসপাতালে ফিজিওথেরাপি ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলার নিন্দা জানান। হাসপাতাল অভ্যন্তরে কর্মচারি ও বহিরাগতদের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের পেটানোর ঘটনা ন্যাক্কারজনক বলে তারা বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।